জিহাদ ও ক্বিতাল

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

জিহাদ ও ক্বিতাল

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৪৫
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

الجهاد والقتال

تأليف : د. محمد أسد الله الغالب

الأستاذ فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

প্রকাশকাল
রবীউল আউয়াল ১৪৩৪ হিঃ
মাঘ ১৪১৯ বাং
ফেব্রুয়ারী ২০১৩ খ্রিঃ

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

নির্ধারিত মূল্য
২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

Jihad O Qital by Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib, Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi. Published by : HADEETH FOUNDATION BANGLADESH. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0721-861365, 01835-423410.

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে। জিহাদ সর্বদা শান্তি ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। অথচ জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা করে একে সন্ত্রাসের প্রতিশব্দ বানানো হচ্ছে। কিছু তরুণ জিহাদের সঠিক তাৎপর্য বুঝতে না পেরে দ্রুত শহীদ হওয়ার আকাংখায় জীবন দিচ্ছে। আলোচ্য প্রবন্ধে জিহাদের সঠিক তাৎপর্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

মাননীয় লেখকের অত্র বইটির সাথে ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি এবং ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন’ বই দু’টি পাঠ করার অনুরোধ রইল।

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

ভূমিকা

ইসলাম মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র ধর্ম। যার সকল বিধান মানুষের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে নির্ধারিত। পক্ষান্তরে শয়তানী বিধান সর্বত্র অন্যায় ও অশান্তির বিস্তৃতি ঘটিয়ে থাকে। যা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে হটিয়ে জাহান্নামের পথে নিতে চায়। সেকারণ আল্লাহ মুসলমানকে 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ'-এর দায়িত্ব দিয়েছেন এবং তাকে শয়তানের বিরুদ্ধে সর্বদা জিহাদে লিপ্ত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। জিহাদ ও সন্ত্রাস তাই দু'টি বিপরীতধর্মী বিষয়। জিহাদ হয় মানব কল্যাণের জন্য এবং সন্ত্রাস হয় শয়তানী অপকর্মের জন্য। জিহাদ হ'ল ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এই ইবাদতকেই শয়তান সবচেয়ে বেশী ভয় পায়। সেকারণ নানা কৌশলে শয়তান মুসলমানের জিহাদী জাযবাকে বিনষ্ট করতে চায়। বর্তমান যুগে ইসলামী জিহাদকে 'জঙ্গীবাদ' হিসাবে চিহ্নিত করাটাও শয়তানী তৎপরতার একটি অংশ মাত্র। অথচ ইসলামে সন্ত্রাস ও চরমপন্থার কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ বলেন, আমরা তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত করেছি। যাতে তোমরা মানবজাতির উপরে (কিয়ামতের দিন) সাক্ষী হ'তে পার এবং রাসূলও তোমাদের উপর সাক্ষী হন' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। সাক্ষ্যদাতা উম্মত সর্বদা মধ্যপন্থী হয়ে থাকে- এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই আল্লাহ্র নির্দেশ ও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পথ। কিন্তু কিছু মানুষ দ্রুত ফল পেতে চায়। সেকারণ চরমপন্থাকে তারা অধিক পসন্দ করে। এদের কারণে ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে জঙ্গীবাদী ধর্ম হিসাবে অপপ্রচারের সুযোগ পেয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা উক্ত ধারণার অপনোদনের চেষ্ট করব। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন!

বিনীত
লেখক

بسم الله الرحمن الرحيم

জিহাদ ও ক্বিতাল*

জিহাদ হ'ল ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া। পঞ্চস্তম্ভের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু চূড়া বা ছাদ না থাকলে তাকে পূর্ণাঙ্গ গৃহ বলা যায় না। চূড়াবিহীন ঘরের যে তুলনা, জিহাদবিহীন ইসলামের সেই তুলনা। জিহাদেই জীবন, জিহাদেই সম্মান ও মর্যাদা। জিহাদবিহীন মুমিন, মর্যাদাহীন নারীর ন্যায়। জিহাদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা পায়। আল্লাহ্র জন্য মুসলমানের প্রতিটি কর্ম যেমন ইবাদত, আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠায় মুসলমানের প্রতিটি সংগ্রামই তেমনি জিহাদ। দ্বীনের বিজয় জিহাদের উপরেই নির্ভরশীল। জিহাদ হ'ল মুমিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড। আল্লাহ বলেন, যারা ঈমানদার তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র পথে। আর যারা কাফির, তারা যুদ্ধ করে ত্বাগূতের পথে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে যুদ্ধ কর। নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল সদা দুর্বল' *(নিসা ৪/৭৬)*।

বস্তুতঃ মুমিন তার জীবনপথের প্রতিটি পদক্ষেপ ও চিন্তা-চেতনায় শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। শয়তানী সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে মুমিনের সংঘর্ষ আবশ্যম্ভবী। তাই সর্বদা তাকে জিহাদী চেতনা নিয়েই পা বাড়াতে হয়। সংস্কারধর্মী চক্ষু মেলে অন্ধকার পথে চলতে হয়। কোন অবস্থাতেই সে বাতিলের ফাঁদে পা দেয় না বা তার সঙ্গে আপোষ করতে পারে না। কেননা শয়তান মুমিনের প্রকাশ্য দুশমন। বাতিলের বৈরী সমাজে বসবাস করেও নবীগণ কখনো বাতিলের সঙ্গে আপোষ করেননি। তাদেরকে নিরন্তর যুদ্ধ করতে হয়েছে মূলতঃ সমাজের লালিত আক্বীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, যা কখনো কখনো সশস্ত্র মুকাবিলায় রূপ নিয়েছে। একই কৌশল সকল যুগে প্রযোজ্য।

চেতনাহীন মানুষ প্রাণহীন লাশের ন্যায়। ইসলামের শত্রুরা তাই মুসলমানের জিহাদী চেতনাকে বিনাশ করার জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে। এযুগেও তা অব্যাহত রয়েছে। তারা ইসলামকে চূড়াহীন

---

* নিবন্ধটি মাসিক 'আত-তাহরীক' (রাজশাহী) ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ডিসেম্বর'০১ 'দরসে কুরআন' কলামে প্রকাশিত।

একটা পাঁচখুঁটির চালাঘর বানানোর জন্য তাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ময়দান থেকে হটানোর উদ্দেশ্যে যুগে যুগে নানা থিওরী প্রবর্তন করেছে। এভাবে সুকৌশলে তারা সর্বত্র একদল বশংবদ 'নেতা' বানিয়েছে এবং চূড়ার কর্তৃত্ব সর্বদা নিজেদের হাতে রেখে দিয়েছে। ফলে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও তাঁর প্রেরিত মঙ্গলময় বিধান সকল ক্ষেত্রে পদদলিত হচ্ছে। আর মানবতা ইসলামের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এজন্যই আল্লাহ মুমিনের উপর জিহাদকে ফরয করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ -

অনুবাদ : তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে। অথচ তা তোমাদের জন্য কষ্টকর। বহু বিষয় এমন রয়েছে, যা তোমরা অপসন্দ কর। অথচ তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর। আবার বহু বিষয় এমন রয়েছে, যা তোমরা পসন্দ কর। অথচ তোমাদের জন্য তা ক্ষতিকর। বস্তুতঃ আল্লাহ পরিণাম সম্পর্কে অধিক জানেন, কিন্তু তোমরা জানো না' *(বাক্বারাহ ২/২১৬)*। অত্র আয়াতের মাধ্যমে যুদ্ধকারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফরয করা হয় *(কুরতুবী)*। যা ২য় হিজরীতে নাযিল হয়।[১]

শাব্দিক ব্যাখ্যা :

(১) كُتِبَ (কুতিবা) 'লিখিত হয়েছে'। কুরআনী পরিভাষায় এর অর্থ : فُرِضَ وَأُثْبِتَ 'ফরয করা হয়েছে' বা 'নির্ধারিত হয়েছে'। যেমন كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ 'তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى 'তোমাদের উপরে হত্যার বদলে হত্যাকে ফরয করা হয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/১৭৮)*।

১. সৈয়দ মুহাম্মাদ রশীদ রেযা, মুখতাছার তাফসীরুল মানার (বৈরূত : ১ম সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪) ১/১৮৬।

(২) اَلْقِتَالُ (ক্বিতাল) অর্থ (ক) 'পরস্পরে যুদ্ধ করা'। বাবে মুফা'আলাহ্র অন্যতম মাছদার। (খ) 'প্রতিরোধ করা'। যেমন মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিস্বরূপ হাদীছে বলা হয়েছে قَاتِلْهُ فَاِنَّهُ شَيْطَانٌ 'ওকে প্রতিরোধ কর। কেননা ওটা শয়তান' (গ) 'লা'নত করা'। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُوْنَ 'আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন, ওরা কোন্ পথে চলেছে? (*তওবাহ ৯/৩০*)। (ঘ) 'বিস্মিত হওয়া ও প্রশংসা করা'। যেমন বলা হয়ে থাকে قَاتَلَهُ اللهُ مَا أَفْصَحَهُ 'আল্লাহ ওকে ধ্বংস করুন, কতই না সুন্দরভাষী সে'।

(৩) كُرْهٌ (কুরহুন) 'কষ্টকর'। ইবনু 'আরাফাহ বলেন, اَلْكُرْهُ الْمُشَقَّةُ والْكَرْهُ بالفتح مَا أُكْرِهْتَ عَلَيْهِ 'আল-কুরহু' অর্থ : কষ্ট এবং 'আল-কারহু' অর্থ : যা তোমার উপর চাপানো হয়'। কুরতুবী বলেন, هذا هو الاختيار এ মতটিই পসন্দনীয়। তবে দু'টি শব্দ একই অর্থে আসাটাও সিদ্ধ *(কুরতুবী)*। জমহূর বিদ্বানগণ এর অর্থ করেছেন, الكُرْهُ الطَّبِيْعِيُّ وَالْمُشَقَّةُ 'স্বভাবগত অপসন্দ ও কষ্ট'। এটি সন্তুষ্টি ও সমর্থনের বিরোধী নয় বা কষ্ট সহ্য করার আগ্রহের বিপরীত নয়। কেননা জিহাদের বিষয়টি আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর অন্তর্ভুক্ত এবং এর মধ্যেই রয়েছে দ্বীনের হেফাযতের গ্যারান্টি'।[২] যা কোন মুমিন কখনো অপসন্দ করতে পারেনা।

ইকরিমা বলেন, '(কষ্টকর বিষয় হওয়ার কারণে) মুসলমানরা এটাকে অপসন্দ করে। কিন্তু পরে পসন্দ করে এবং বলে যে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। কেননা আল্লাহ্র হুকুম মানতে গেলে কষ্ট করতেই হবে। কিন্তু যখন এর অধিক ছওয়াবের কথা জানা যায়, তখন তার পাশে যাবতীয় কষ্টকে হীন মনে হয়' *(কুরতুবী)*।

সৈয়দ রশীদ রিযা (১৮৬৫-১৯৩৫ খৃঃ) বলেন, কেউ কেউ জিহাদকে কঠিন বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ মুমিনগণ এটাকে কিভাবে অপসন্দ

২. সৈয়দ রশীদ রেযা, মুখতাছার তাফসীরুল মানার ১/১৮৬।

করতে পারে? যে বিষয়টি আল্লাহ তাদের উপরে ফরয করেছেন এবং এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাদের সৌভাগ্য। তবে হ্যাঁ, এটি স্বভাবগত অপসন্দের বিষয়াবলীর মধ্যে গণ্য হ'তে পারে, যার মধ্যে তার জন্য উপকার ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন তিক্ত ঔষধ সেবন, ইনজেকশন গ্রহণ ইত্যাদি। তাছাড়া ছাহাবীগণ যুদ্ধ-বিগ্রহকে স্বভাবগতভাবেও অপসন্দ করতেন না। কেননা তাঁরা এতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ বিষয়টি খেয়াল করেছিলেন যে, তাঁরা ছিলেন অধিকাংশ মুহাজির এবং সংখ্যায় নিতান্তই অল্প। মুশরিকদের মুকাবিলায় দুনিয়াবী শক্তির ভারসাম্যহীনতার কারণে তাঁরা যে মুছীবত প্রাপ্ত হয়েছেন এবং যে হক-এর প্রতি তাঁরা মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন ও যার সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাঁরা কামনা করছেন, সেটুকু অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। এতদ্ব্যতীত তাঁদের নিকটে আরেকটি চিন্তার বিষয় ছিল, সেটি হ'ল : তাঁরা ছিলেন শান্তি ও মানবকল্যাণের অভিসারী। সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত হ'লে উক্ত শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হবে এবং এতে লোকদের সামগ্রিকভাবে ইসলামে প্রবেশে বাধার সৃষ্টি হবে। আল্লাহ বলেন, 'আমিই মাত্র জানি, তোমরা জানো না'। অর্থাৎ শান্তির অবস্থায় সকল মানুষ ইসলামে প্রবশে করবে- এই ধরনের অনুমান বাতিল। কেননা লোকদের মধ্যে বহু দুষ্ট চরিত্রের লোক রয়েছে। এই লোকদেরকে সমাজদেহ থেকে উৎখাত করা সুস্থ দেহ থেকে দুষিত রক্ত বের করার শামিল। অতএব এই যুদ্ধ বা জিহাদ তোমাদের জন্য নিঃসন্দেহে কল্যাণকর'।[৩]

আয়াতের ব্যাখ্যা :

ইতিপূর্বে মদীনায় হিজরতকালে জিহাদের অনুমতির আয়াত নাযিল হয় হজ্জ ৩৯ আয়াতের মাধ্যমে। অতঃপর ২য় হিজরী সনে মদীনায় অবতীর্ণ অত্র আয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের উপরে প্রথম 'জিহাদ' ফরয করা হয়।[৪] অত্র আয়াতে 'ক্বিতাল' শব্দ বলা হ'লেও সূরা তাওবাহ ৪১ আয়াতে স্পষ্টভাবে 'জিহাদ' শব্দ উল্লেখিত হয়েছে।[৫] যার মাধ্যমে সাময়িকভাবে শুধু

৩. সৈয়দ রশীদ রিযা, মুখতাছার তাফসীরুল মানার ২/১৮৬-১৮৭ সার-সংক্ষেপ।

৪. তিরমিযী হা/৩১৭১, নাসাঈ হা/৩০৮৫; মুখতাছার তাফসীরুল মানার ১/১৮৬।

৫. তওবাহ ৪১ আয়াত; انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ-

ক্বিতাল বা ‘যুদ্ধ’ নয়, বরং মুশরিক ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে জান-মাল দিয়ে সর্বদা ‘জিহাদ’ বা সর্বাত্মকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। ‘জিহাদ’ শব্দটি ব্যাপক প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং ‘ক্বিতাল’ শব্দটি বিশেষভাবে ‘সশস্ত্র যুদ্ধ’ হিসাবে গণ্য হয়। ‘জিহাদ’ শান্তি ও যুদ্ধ সকল অবস্থায় প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে ‘ক্বিতাল’ কেবল যুদ্ধাবস্থায় প্রযোজ্য। ‘জিহাদ’ বললে দু’টিই বুঝায়। ‘ক্বিতাল’ বললে স্রেফ ‘যুদ্ধ’ বুঝায়। যদিও দু’টি শব্দ অনেক সময় সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে ইসলামী পরিভাষায় ‘জিহাদ’ শব্দটিই অধিক প্রচলিত ও অধিক গ্রহণীয়।

‘জিহাদ’ جُهْدٌ ‘জুহদুন’ ধাতু হ’তে উৎপন্ন। যার অর্থ : কষ্ট ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা। جَاهَدَ يُجَاهِدُ مَجَاهَدَةً وَجِهَادًا اذا استفرغ وسعه وبذل طاقته وتحمل المشاق فى مقاتلة العدو ومدافعته– অর্থাৎ যখন কেউ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে ও তাকে প্রতিরোধের জন্য তার চূড়ান্ত শক্তি ও ক্ষমতা ব্যয় করে ও কষ্টসমূহ সহ্য করে, তাকে আভিধানিক অর্থে ‘জিহাদ’ বলে’।[৬] ইসলামী পরিভাষায় ‘জিহাদ’ অর্থ : আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো’। ‘জিহাদ’ শব্দটি পারিভাষিক অর্থেই অধিক প্রচলিত। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, ‘কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো অথবা মাল দ্বারা কিংবা অন্য কোন পন্থায় কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সাহায্য করা’। তিনি বলেন, জিহাদ হ’ল ‘ফরযে কিফায়াহ’। কেউ সেটা করলে অন্যের উপর থেকে দায়িত্ব নেমে যায়।[৭]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, الْجِهَادُ شَرْعًا بَذْلُ الْجُهْدِ فِى قِتَالِ الْكُفَّارِ ‘শারঈ পরিভাষায় জিহাদ হ’ল, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা। এর দ্বারা নফ্স, শয়তান ও ফাসিকদের বিরুদ্ধে জিহাদকেও বুঝানো হয়’।[৮]

---

৬. ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৬।
৭. মিরক্বাত শরহ মিশকাত ৭/২৬৪ ‘জিহাদ’ অধ্যায়।
৮. ফাৎহুল বারী ৬/৫ পৃঃ ‘জিহাদ’ অধ্যায়।

জিহাদের উদ্দেশ্য :

(১) ইসলামে ‘জিহাদ’ স্রেফ আল্লাহ্র জন্য হয়ে থাকে, দুনিয়ার জন্য নয়। আল্লাহ বলেন, وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ‘আর তোমরা জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে সত্যিকারের জিহাদ। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। আর তিনি তোমাদের উপর দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ সংকীর্ণতা রাখেননি’ *(হজ্জ ২২/৭৮)*।

খায়বর যুদ্ধে ‘নায়েম’ দুর্গ জয়ের পূর্বে ঝাণ্ডা হাতে দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেনাপতি আলী (রাঃ)-কে বলেন, যুদ্ধ শুরুর পূর্বে প্রতিপক্ষ ইহুদীদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দাও। কেননা فَوَاللهِ لَأَنْ يَّهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ‘যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ একজন ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটি তোমার জন্য মূল্যবান লাল উটের চাইতে উত্তম হবে’।[৯]

এতে বুঝা যায় যে, স্রেফ যুদ্ধবিজয় ইসলামী জিহাদের লক্ষ্য নয়। বরং মানুষ আল্লাহ্র অনুগত হৌক এটাই কাম্য। যদি নিয়তের মধ্যে খুলূছিয়াত না থাকে, বরং ব্যক্তিস্বার্থ বা অন্য কোন দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহ’লে আল্লাহ্র দরবারে সেটা জিহাদ হিসাবে কবুল হবে না।

আল্লাহ বলেন, فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ‘অতএব তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর তাঁর প্রতি আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে’ *(যুমার ৩৯/২)*। যুদ্ধাবস্থায় তার মৃত্যু হ’লেও ত্রুটিপূর্ণ নিয়তের কারণে ঐ ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা হ’তে বঞ্চিত হবে। আবার শহীদ হওয়ার খালেছ নিয়তের কারণে বিছানায় মৃত্যুবরণ করেও অনেকে শহীদের মর্যাদা পাবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে, হযরত আবুবকর, হযরত খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ) প্রমুখ। উক্ত মর্মে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কেননা ‘নিয়ত’ হ’ল আমলের রূহ স্বরূপ। নিয়তহীন আমল লক্ষ্যহীন পথিকের ন্যায়। আল্লাহ্র কাছে ঐ আমলের কোন মূল্য নেই।

---

৯. বুখারী হা/৪২১০।

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ আমল কবুল করেন না, যা খালেছ না হয় এবং যা স্রেফ তাঁর চেহারা অন্বেষণের লক্ষ্যে না হয়'।[১০]

(২) জিহাদ হবে আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য ও তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا 'তিনি রাসূলকে সাহায্য করেন এমন বাহিনী দ্বারা, যাদেরকে তোমরা দেখোনি। তিনি কাফিরদের ঝাণ্ডাকে অবনমিত করেন ও আল্লাহ্র ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করেন' *(তাওবাহ ৯/৪০)*। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করে গণীমত লাভের জন্য, কেউ যুদ্ধ করে নাম-যশের জন্য, কেউ যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য। এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে? জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللهِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে, সেই-ই মাত্র আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে'।[১১] আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 'তিনিই সেই সত্তা যিনি স্বীয় রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপরে তাকে বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা এটা পসন্দ করে না' *(ছফ ৬১/৯)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ক্বিয়ামতের দিন প্রথম বিচার করা হবে (কপট) শহীদের। আল্লাহ তাকে (দুনিয়ায় প্রদত্ত) নে'মত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সে তা স্বীকার করবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি ঐসব নে'মতের বিনিময়ে

১০. আবুদাঊদ, নাসাঈ হা/৩১৪০।

দুনিয়ায় কি কাজ করেছ? সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করেছি ও অবশেষে শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এজন্য যুদ্ধ করেছিলে যেন তোমাকে 'বীর' (جريٌّ) বলা হয়। আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে আদেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপুড়মুখী করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর আলেমদের, অতঃপর (লোক দেখানো) দানশীলদের একইঅবস্থা হবে'।[১২]

সাহল বিন হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে খালেছ অন্তরে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌঁছে দেন, যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে'।[১৩]

একদা এক খুৎবায় ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, কেউ যুদ্ধে নিহত হ'লে বা মারা গেলে তোমরা বলে থাক 'অমুক লোক শহীদ হয়ে গেছে'। তোমরা এরূপ বলো না। বরং ঐরূপ বল যেরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হ'ল সে ব্যক্তি শহীদ এবং যে আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যু বরণ করল সে ব্যক্তি শহীদ।[১৪]

শহীদগণ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে মুসলমান (১) তার দ্বীনের জন্য নিহত হ'ল, সে শহীদ (২) যে তার জীবন রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ (৩) যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ (৪) যে ব্যক্তি তার পরিবার রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ।[১৫]

---

১১. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮১৪ 'জিহাদ' অধ্যায়।
১২. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫ 'ইলম' অধ্যায়।
১৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৮ 'জিহাদ' অধ্যায়।
১৪. আহমাদ হা/২৮৫, ১০৭৭২; ইবনু মাজাহ হা/২৯১০; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১১
১৫. তিরমিযী হা/১৪২১, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৫২৯ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়।

তিনি বলেন, (৫) যে ব্যক্তি মহামারীতে মারা যায়, সে ব্যক্তি শহীদ, (৬) যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় (কলেরা, ডায়রিয়া) মারা যায়, সে শহীদ, (৭) যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মারা যায়, সে শহীদ'।[১৬] তিনি আরও বলেন, (৮) যে ব্যক্তি মযলূম অবস্থায় নিহত হয়, সে ব্যক্তি শহীদ'।[১৭] অন্য হাদীছে এসেছে, (৯) যে ব্যক্তি তার ন্যায্য অধিকার রক্ষায় নিহত হয়, সে ব্যক্তি শহীদ'।[১৮]

রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত ব্যক্তি ছাড়াও আরও সাত জন 'শহীদ' রয়েছে। তারা হ'ল : (১) মহামারীতে মৃত (মুমিন) ব্যক্তি (২) পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি (৩) 'যাতুল জাম্ব' নামক কঠিন রোগে মৃত ব্যক্তি (৪) কলেরা বা অনুরূপ পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি (৫) আগুনে পুড়ে মৃত ব্যক্তি (৬) ভূমিধ্বসে মৃত ব্যক্তি ও (৭) সন্তান প্রসবকালে মৃত মহিলা'।[১৯] উল্লেখ্য যে, ঐ সকল মুমিন ব্যক্তি আখেরাতে শহীদের নেকী পাবেন। যদিও দুনিয়াতে তাদের গোসল ও জানাযা করা হবে।

শহীদগণ তিন শ্রেণীর : (১) যারা দুনিয়া ও আখেরাতে শহীদ। এঁরা হ'লেন, কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত মুমিন ব্যক্তি (২) আখেরাতে শহীদ। তারা হ'লেন উপরে বর্ণিত অন্যান্য শহীদগণ (৩) দুনিয়াতে শহীদ, আখেরাতে নয়। তারা হ'ল : যুদ্ধের ময়দানে গণীমতের মাল আত্মসাৎকারী অথবা জিহাদ থেকে পলাতক অবস্থায় নিহত ব্যক্তি'।[২০]

পরস্পরে মারামারি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ মানুষ ও পশু-পক্ষী সকল প্রাণীর স্বভাবগত বিষয়। স্ব স্ব স্বার্থ রক্ষার জন্য মানুষ পরস্পরে যুদ্ধ করে। ধর্মীয় স্বার্থে হ'লে তখন সেটা 'ধর্মযুদ্ধে' পরিণত হয়। সেকারণ প্রত্যেক ধর্মেই যুদ্ধ একটি স্বীকৃত বিধান। ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ দ্বীন। যা সকল মানুষের কল্যাণে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সহ সকল মানবরচিত ধর্ম এবং ইহুদী-নাছারা সহ পূর্ববর্তী সকল এলাহী ধর্ম এখন

---

১৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১১, ছহীহুল জামে' হা/৬৪৪৯।
১৭. আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/৬৪৪৭।
১৮. আবু ইয়া'লা হা/৬৭৭৫; সনদ হাসান।
১৯. আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৫৬১; সনদ ছহীহ।
২০. ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৯১।

মানসূখ বা হুকুমরহিত হিসাবে গণ্য। অতএব এসব ধর্ম রক্ষার জন্য লড়াই করাকে ‘জিহাদ’ বলা হবে না। বরং ঐসব ধর্মের অনুসারীদের হামলা থেকে ইসলামকে রক্ষা করার লড়াইকে ‘জিহাদ’ বলা হবে। ইসলামে জিহাদ বা যুদ্ধ বিধান সম্পূর্ণরূপে দ্বীনের নিরিখে রচিত। এই বিধান সর্বব্যাপী ও সার্বজনীনভাবে কল্যাণময়। স্থান-কাল ও পাত্র বিবেচনায় এই বিধানের সুনির্দিষ্ট প্রয়োগবিধি রয়েছে। নিম্নের আলোচনায় তা স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলামে জিহাদ বিধান :

মাক্কী জীবনে : ২৩ বছরের নবুঅতী জীবনের প্রথম ১৩ বছর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় অবস্থান করেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সশস্ত্র জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং তাঁকে প্রতিকূল পরিবেশে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ্র দ্বীনের পথে আহ্বানের নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁর সম্প্রদায় যখন তাঁর আহ্বানের মধ্যে বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা রীতি ও সংস্কৃতির বিরোধী বক্তব্য দেখতে পেল, তখন তাঁর বিরুদ্ধে তারা খড়্গহস্ত হয়ে উঠলো এবং তাঁর উপরে নানাবিধ নির্যাতন শুরু করে দিল।

এই সময় রাসূল (ছাঃ)-কে বলা হয়, اُدْعُ اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ ‘তুমি আহ্বান কর মানুষকে তোমার প্রভুর পথে হিকমতের সাথে ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সর্বাধিক সুন্দর পন্থায়’ *(নাহ্ল ১৬/১২৫)*। বলা হয়, اِدْفَعْ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ‘তুমি মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিরোধ কর, তারা যা বলে আমরা সে বিষয়ে ভালভাবে অবগত’ *(মুমিনূন ২৩/৯৬)*। বলা হ’ল, فَاِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ‘তাহ’লে তোমার শত্রুর অবস্থা এমন দাঁড়াবে, যেন সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪)*।

মাক্কী জীবনে মন্দকে মন্দ দ্বারা, অস্ত্রকে অস্ত্র দ্বারা মুকাবিলা করার নির্দেশ আল্লাহপাক স্বীয় রাসূলকে দেননি। এই সময় তাঁকে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা

ও সুন্দর উপদেশ দ্বারা বাতিলপন্থী মন্দশক্তিকে মুকাবিলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْدِ 'আমরা ভালভাবে অবগত আছি তারা যা বলে। কিন্তু তুমি তাদের উপর যবরদস্তি কারী নও। অতএব তুমি কুরআন দ্বারা উপদেশ দাও যে ব্যক্তি আমার শাস্তি কে ভয় করে' *(ক্বাফ ৫০/৪৫)*। অতঃপর এটাকেই 'বড় জিহাদ' হিসাবে উল্লেখ করে বলা হ'ল, فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْ هُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا 'তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না। বরং তাদের বিরুদ্ধে কুরআন দ্বারা বড় জিহাদে অবতীর্ণ হও' *(ফুরক্বান ২৫/৫২)*।

কুরআন ও কুরআনের বাহক রাসূল ও তাঁর অনুসারীদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে কাফেররা মানসিক পীড়ন করতে থাকলে আল্লাহ বলেন, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ – 'যখন তুমি তাদেরকে আমার আয়াত সমূহে ত্রুটি সন্ধানে লিপ্ত দেখবে, তখন তুমি তাদের থেকে সরে যাবে। যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়' *(আন'আম ৬/৬৮)*। আরও বলা হয়েছে, فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ 'তাদেরকে ছিদ্রান্বেষণ ও খেল-তামাশায় ছেড়ে দাও সেই দিবসের (ক্বিয়ামতের) সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদেরকে করা হয়েছে' *(যুখরুফ ৪৩/৮৩, মা'আরিজ ৭০/৪২)*। বলা হয়, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ– إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ 'তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর'। 'বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমরাই যথেষ্ট' *(হিজর ১৫/৯৪-৯৫)*।

মাক্কী যিন্দেগীতে সাধারণ মুসলমানদের সামাজিক জীবন ও চলাফেরা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا 'দয়াময় আল্লাহ্‌র সত্যিকারের বান্দা তারাই

যারা ভূপৃষ্ঠে বিনম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা যখন তাদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে 'সালাম' *(ফুরক্বান ২৫/৬৩)*। এই সময় কাফেরদের ক্ষমা করার উপদেশ দিয়ে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ 'তুমি তাদেরকে সুন্দরভাবে ক্ষমা করে দাও' *(হিজর ১৫/৮৫)*। সাধারণ মুসলমানদেরকেও একই রূপ পরামর্শ দিয়ে বলা হয়, قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ 'মুমিনদেরকে বল, তারা যেন ঐসব লোকদের ক্ষমা করে দেয়, যারা আল্লাহ্র দিবস সমূহ কামনা করে না' (অর্থাৎ ক্বিয়ামতের বিষয় সমূহে বিশ্বাস করে না) *(জাছিয়াহ ৪৫/১৪)*। উপরে বর্ণিত আয়াতগুলির সবই মাক্কী। এইভাবে সূরা হজ্জ ৩৯ আয়াত নাযিলের পূর্ব পর্যন্ত ৭০-এর অধিক আয়াতে মাক্কী জীবনে যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল'।[২১]

মাদানী জীবনে : উপরের আলোচনায় মাক্কী জীবনে জিহাদের প্রকৃতি ফুটে উঠেছে। প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে সেখানে দ্বীনের দাওয়াতকে খুবই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে জনগণের নিকটে পেশ করতে হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যখন কুফরী শক্তি ঈমানদারগণকে বরদাশত করতে পারলো না, বরং তাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল এবং অবশেষে তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করল, তখন আল্লাহ্র নির্দেশে তিনি মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন *(আনফাল ৮/৩০)*। যেখানে পূর্ব থেকেই অন্ততঃ ৭৫ জন নারী-পুরুষ তাঁর হাতে বায়'আত করে ইসলাম কবুল করেছিলেন ও তাঁর জানমালের নিরাপত্তা দানে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলেন। তাছাড়া মুছ'আব বিন 'ওমায়ের (রাঃ) সেখানে পূর্ব থেকেই দ্বীনের প্রচারে লিপ্ত ছিলেন ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। যে কারণে মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিপুলভাবে সমাদৃত হন এবং জনসমর্থন ও শক্তি অর্জনে সমর্থ হন। ফলে এখানে যখন ২য় হিজরীতে মক্কার কাফেররা এসে হামলা চালায়, তখন আর তাঁকে পূর্বের মাক্কী জীবনের ন্যায় ছবর ও ক্ষমা করার নির্দেশ না দিয়ে বরং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়।

---

২১. তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত), পৃঃ ৯০৩।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখাৎ হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, যে রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন, সে রাতে আবুবকর (রাঃ) দুঃখ করে বলেছিলেন, أَخْرَجُوْا نَبِيَّهُمْ لَيَهْلِكُنَّ 'তারা তাদের নবীকে বের করে দিল। অবশ্যই তারা ধ্বংস হবে'। তখন সূরা হজ্জ-এর ৩৯ আয়াতটি নাযিল হয়, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ 'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হ'ল তাদেরকে, যাদের বিরুদ্ধে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদেরকে (যুদ্ধ ছাড়াই) সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম'। 'যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা 'আল্লাহ'। যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে আরেক দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহ'লে দুনিয়াত্যাগী নাছারাদের বিশেষ উপাসনালয়, সাধারণ উপাসনালয়, ইহুদীদের উপাসনালয় ও মুসলমানদের মসজিদ সমূহ, যে সকল স্থানে আল্লাহ্র নাম অধিকহারে স্মরণ করা হয়, সবই বিধ্বস্ত হয়ে যেত। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান ও পরাক্রমশালী' *(হজ্জ ৩৯-৪০)*।[২২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ 'তোমরা যুদ্ধ কর আল্লাহ্র রাস্তায় ঐসব লোকদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তবে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ২/১৯০)*।[২৩]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ কর এবং তাতে সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বস্তুকে সিদ্ধ করো না। যেমন বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন সেনাদল প্রেরণ করতেন, তখন বলতেন, اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِى سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ

২২. তিরমিযী হা/৩১৭১; নাসাঈ হা/৩০৮৫; আহমাদ হা/১৮৬৫; হাকেম হা/২৩৭৬।
২৩. কুরতুবী ২/৩৪৭, শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর ১/১৯০।

تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَلاَ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ– ‘তোমরা আল্লাহ্র নামে তাঁর রাস্তায় যুদ্ধ কর। তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে। যুদ্ধ করো কিন্তু গণীমতের মালে খেয়ানত করো না। চুক্তি ভঙ্গ করো না। শত্রুর অঙ্গহানি করো না। শিশুদের ও উপাসনাকারীদের হত্যা করো না’।[২৪] ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, এক যুদ্ধে এক মহিলাকে নিহত দেখতে পেয়ে রাসূল (ছাঃ) দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং নারী ও শিশুদের থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দেন।[২৫]

পরবর্তীতে উমাইয়া যুগে খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর মধ্যে যখন মক্কায় যুদ্ধ হয়, তখন লোকদের প্রশ্নের উত্তরে ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, يَمْنَعُنِى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِى ‘আমাকে বিরত রেখেছে এ বিষয়টি যে, আল্লাহ আমার উপর আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন’। লোকেরা বলল, আল্লাহ কি বলেননি, وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلَّهِ ‘তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না ফিৎনা অবশিষ্ট থাকে এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র জন্য হয়ে যায়’ (*বাক্বারাহ ২/১৯৩*)। জবাবে তিনি বলেন, قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللهِ ‘আমরা যুদ্ধ করেছি যাতে ফিৎনা (শিরক ও কুফর) না থাকে এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহ্র জন্য হয়ে যায়। আর তোমরা যুদ্ধ করছ যাতে ফিৎনা (বিপর্যয়) সৃষ্টি হয় এবং দ্বীন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য হয়’।[২৬] তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, هَلْ تَدْرِى مَا الْفِتْنَةُ؟ كَانَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ ‘তুমি কি জানো ফিৎনা কি? মুহাম্মাদ (ছাঃ) যুদ্ধ করতেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে। তাদের উপর আরোপিত হওয়াটাই ছিল ফিৎনা। তোমাদের মত

২৪. মুসলিম হা/১৭৩১; আহমাদ হা/২৭২৮; মিশকাত হা/৩৯২৯।
২৫. বুখারী হা/৩০১৫।
২৬. বুখারী হা/৪৫১৩।

যুদ্ধ নয়, যা হচ্ছে শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য।[২৭] ইবনু হাজার বলেন, এখানে প্রশ্নকারী শাসকের বিরুদ্ধে উত্থানকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ মনে করত। পক্ষান্তরে ইবনু ওমর (রাঃ) এটাকে রাজনৈতিক বিষয়ভুক্ত মনে করতেন'।[২৮] অর্থাৎ তিনি কাফির ও মুশরিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সিদ্ধ মনে করতেন। কিন্তু মুসলিমের বিরুদ্ধে নয়।

জিহাদ কোন ধরনের ফরয :

'জিহাদ' সকলের জন্য সর্বাবস্থায় 'ফরযে আয়েন' না জানাযার ছালাতের ন্যায় 'ফরযে কেফায়াহ' এ বিষয়ে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের উপরে সব সময়ের জন্য ফরয। ইবনু আত্বিইয়াহ বলেন, এ বিষয়ে উম্মতের 'ইজমা' বা ঐক্যমত রয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার উপর জিহাদ 'ফরযে কিফায়াহ'। তাদের কোন দল উক্ত দায়িত্ব পালন করলে বাকীদের উপর থেকে দায়িত্ব নেমে যায়। তবে যখন শত্রু ইসলামী খেলাফতের সীমানায় অবতরণ করে, তখন প্রত্যেক মুসলমানের উপরে জিহাদ 'ফরযে আয়েন' হয়ে যায়।[২৯] আত্বা ও ছাওরী বলেন, 'জিহাদ' ইচ্ছাধীন বিষয়। তাঁরা সূরা নিসা ৯৫ আয়াত থেকে দলীল গ্রহণ করেন। যেখানে জিহাদকারী ও বসে থাকা সকল মুমিনকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। যুহরী ও আওযাঈ বলেন, আল্লাহ জিহাদকে সকল মুসলমানের উপরে ফরয করেছেন, তারা যুদ্ধ করুক কিংবা বসে থাকুক। যে ব্যক্তি যুদ্ধ করল, সে যথার্থ করল ও আশীষপ্রাপ্ত হ'ল। আর যে ব্যক্তি বসে রইল, সেও গণনার মধ্যে রইল। যদি তার নিকটে সাহায্য চাওয়া হয়, তাহ'লে সে সাহায্য করবে। আর যদি যুদ্ধে বের হওয়ার আহ্বান জানানো হয়, তাহ'লে যুদ্ধে বের হবে। আর যদি তাকে আহ্বান না জানানো হয়, তাহ'লে বসে থাকবে।[৩০]

ইবনু কাছীর শেষোক্ত মতকে সমর্থন করে বলেন, সেকারণেই ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ

২৭. বুখারী হা/৪৬৫১; ৭০৯৫।
২৮. ফাৎহুল বারী হা/৪৬৫১-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।
২৯. কুরতুবী বাক্বারাহ ২১৬ আয়াতের ব্যাখ্যা; ৩/৩৯।
৩০. মুখতাছার তাফসীরুল বাগভী বাক্বারাহ ২১৬ আয়াতের ব্যাখ্যা; ১/৭৭।

مِنْ نِفَاقٍ 'যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ জিহাদ করল না। এমনকি জিহাদের কথা মনেও আনলো না, সে ব্যক্তি মুনাফেকীর একটি শাখার উপর মৃত্যু বরণ করল'।[৩১] অনুরূপভাবে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোষণা করেন, لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا 'মক্কা বিজয়ের পরে আর হিজরত নেই। কিন্তু জিহাদ ও তার নিয়ত বাকী রইল। যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য আহ্বান করা হবে, তখন তোমরা বের হবে'।[৩২] আল্লাহ বলেন وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ– 'আর সমস্ত মুমিনের জন্য জিহাদে বের হওয়া সঙ্গত নয়। অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য কেন বের হ'ল না? যাতে তারা ফিরে এসে স্ব স্ব গোত্রকে সাবধান করতে পারে এবং তারা নিজেরাও বাঁচতে পারে? *(তওবাহ ৯/১২২)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হোযায়েল গোত্রের লেহইয়ান শাখা গোত্রের বিরুদ্ধে একটি সেনাদল পাঠানোর সময় বলেন, প্রতি দু'জনের মধ্যে একজনকে পাঠাবে। কিন্তু নেকী দু'জনের মধ্যে বন্টিত হবে'।[৩৩] তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই মদীনাতে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা তোমাদের সঙ্গে অভিযানে বের হয়নি বা কোন ময়দান অতিক্রম করেনি। অথচ তারা তোমাদের ন্যায় নেকীর হকদার। ছাহাবীগণ বললেন, এরূপ লোক কি মদীনাতে আছে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তারা মদীনাতেই আছে। বিভিন্ন ওযর তাদেরকে আটকে রেখেছিল।[৩৪] সাইয়িদ সাবিক্ব বলেন, এর কারণ এই যে, যদি জিহাদ প্রত্যেকের উপরে ফরয করা হ'ত তাহ'লে মানুষের দুনিয়াবী শৃংখলা বিনষ্ট হয়ে যেত। অতএব জিহাদ কিছু লোকের উপরেই মাত্র ওয়াজিব, সবার উপরে নয়।[৩৫]

---

৩১. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১৩ 'জিহাদ' অধ্যায়।
৩২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮; তাফসীর ইবনু কাছীর ১/২৫৯।
৩৩. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০০ 'জিহাদ' অধ্যায়।
৩৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১৫-১৬।
৩৫. সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৪-৮৫।

ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ ভাষ্যকার আহমাদ ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে জিহাদ 'ফরযে কেফায়াহ' হওয়ার মতামতই প্রসিদ্ধ রয়েছে। ... তবে যখন শত্রু ঘেরাও করে ফেলবে তখন ব্যতীত এবং শাসক যখন কাউকে জিহাদে আদেশ করবেন তখন ব্যতীত। তিনি বলেন, স্বতঃসিদ্ধ কথা এই যে, কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট। চাই সেটা হাত দিয়ে হৌক বা যবান দিয়ে হৌক বা মাল দিয়ে হৌক কিংবা অন্তর দিয়ে হৌক'।[৩৬] ইমাম শাওকানীও এ কথা বলেন।[৩৭] উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ঈমান, ত্বাহারৎ, ছালাত ও ছিয়ামের ন্যায় 'জিহাদ' প্রত্যেক মুমিনের উপরে সর্বাবস্থায় 'ফরয আয়েন' নয়। বরং আযান, জামা'আত, ছালাতে জানাযা ইত্যাদির ন্যায় 'ফরযে কেফায়াহ'। যা উম্মতের কেউ আদায় করলে অন্যদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। না করলে সবাই গোনাহগার হয়।

ফরযে কেফায়াহ চার প্রকার :

(১) দ্বীনী ফরয : যেমন দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা, ইসলামের সত্যতার বিরুদ্ধে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টির প্রতিবাদ করা, জানাযার ছালাত আদায় করা, ছালাতের জন্য আযান দেওয়া, জামা'আত কায়েম করা ইত্যাদি।

(২) জীবিকা অর্জনের ফরয : যেমন কৃষিকাজ, শিল্পকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিকিৎসা বা অনুরূপ উপায়-উপাদান সমূহ অর্জন করা। যা না করলে মানুষের দ্বীন ও দুনিয়া দু'টিই বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৩) এমন ফরয, যা আদায়ের জন্য শাসকের নির্দেশ শর্ত : যেমন 'জিহাদ' করা, শারঈ 'হদ' বা দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা ইত্যাদি।[৩৮] কেননা এগুলিতে শাসকের একক অধিকার রয়েছে।

(৪) এমন ফরয, যা আদায়ের জন্য শাসকের অনুমতি শর্ত নয় : যেমন সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ হ'তে নিষেধ করা, ফযীলত ও নেকীর কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা ও নিকৃষ্ট কর্ম সমূহ দূর করা ইত্যাদি।

---

৩৬. ফাৎহুল বারী হা/ ২৮২৫-এর ব্যাখ্যা, ৬/৪৫ পৃঃ।
৩৭. নায়লুল আওত্বার ৯/১০৫।
৩৮. ফাৎহুল বারী হা/২৯৬৭ 'জিহাদ' অধ্যায়, 'আমীরের অনুমতি গ্রহণ' অনুচ্ছেদ ১১৩।

এই সমস্ত কাজ প্রত্যেক মুমিনের উপরে ‘ফরযে আয়েন’ নয়। বরং উম্মতের কেউ সম্পাদন করলে অন্যের উপর থেকে ‘ফরযিয়াত’ দূরীভূত হয়।

এক্ষণে কোন্ কোন্ সময় জিহাদ প্রত্যেক মুমিনের উপরে ‘ফরযে আয়েনে’ পরিণত হয়, তা নিম্নে প্রদত্ত হ’ল।-

(১) যুদ্ধের সারিতে উপস্থিত হ’লে : এইরূপ অবস্থায় যুদ্ধ করা ‘ফরযে আয়েন’। সেখান থেকে পালিয়ে আসা নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‘হে মুমিনগণ! যখন তোমরা (কাফির) বাহিনীর মুখোমুখি হবে, তখন দৃঢ়ভাবে কায়েম থাক এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ *(আনফাল ৪৫)*। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ‘হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কাফির বাহিনীর সাথে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হবে, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না’ *(আনফাল ৮/১৫)*।

(২) মুসলমানদের বাড়ীতে বা শহরে শত্রুবাহিনী উপস্থিত হ’লে : এই সময় সকল শহরবাসীর উপরে ফরয হ’ল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শত্রুকে প্রতিরোধ করা। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা যুদ্ধ কর ঐসব কাফেরের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের দুয়ারে হানা দিয়েছে। তারা তোমাদের কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রেখো আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সাথে রয়েছেন’ *(তওবাহ ৯/১২৩)*।

তিনি বলেন, انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ– ‘যুবক হও বৃদ্ধ হও, একাকী হও বা দলবদ্ধভাবে হও, তোমরা বেরিয়ে পড় এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কর’ (*তওবাহ ৯/৪১*)।

(৩) শাসক যখন কাউকে যুদ্ধে বের হবার নির্দেশ দেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ 'তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে জিহাদে বের হবার জন্য বলা হয়, তখন তোমরা মাটি কামড়ে পড়ে থাক। তোমরা কি আখেরাতের বদলে দুনিয়ার জীবনের উপরে তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াবী জীবনের উপকরণ অতীব নগণ্য' *(তাওবা ৯/৩৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মক্কা বিজয়ের পরে আর হিজরত নেই। কিন্তু জিহাদ ও নিয়ত বাকী রইল। এক্ষণে যখন তোমাদেরকে যুদ্ধে বের হ'তে বলা হবে, তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে'।[৩৯]

জিহাদে পিতা-মাতা ও ঋণদাতার অনুমতি গ্রহণ :

উল্লেখ্য যে, জিহাদ যখন 'ফরযে কেফায়াহ' বা ইচ্ছাধীন ফরযের বিষয়ে পরিণত হবে, তখন জিহাদে যাওয়ার জন্য পিতা-মাতার অনুমতি থাকা যরূরী হবে। বরং এমতাবস্থায় জিহাদে গমন ঐব্যক্তির জন্য মোটেই সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি স্বীয় পরিবার, সন্তান-সন্ততি ও পিতা-মাতার খিদমতের দায়িত্ব হ'তে মুক্ত হ'তে না পেরেছে।[৪০] ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ কোন আমল আল্লাহ্র নিকটে সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, ওয়াক্ত মত ছালাত আদায় করা (অন্য বর্ণনায় এসেছে, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'[৪১])। আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সেবা করা। বললাম তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা'।[৪২] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে জিহাদে গমনের অনুমতি চাইল। রাসূল (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কি? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে তাঁদের

---

৩৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৫, ৩৮১৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৫।

৪০. ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৬; ফাৎহুলবারী 'জিহাদ' অধ্যায় 'জিহাদে গমনে পিতামাতার অনুমতি' অনুচ্ছেদ ১৩৮।

৪১. আহমাদ, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৬০৭।

৪২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৮।

মাঝেই জিহাদ কর (অর্থাৎ তাঁদের সেবাযত্নে মনোনিবেশ কর)।[৪৩] একইভাবে ইচ্ছাধীন জিহাদে গমনের পূর্বে ঋণদাতার অনুমতি প্রয়োজন হবে। কেননা শাহাদাত সকল গোনাহের কাফফারা হ'লেও ঋণের দায়িত্ব থেকে শহীদ ব্যক্তি মুক্ত নন।[৪৪] সাইয়িদ সাবিক্ব বলেন, এমতাবস্থায় ঋণের সঙ্গে যুক্ত হবে তার অন্যান্য যুলুম সমূহ। যেমন মানুষ খুন করা, অন্যায়ভাবে জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করা ইত্যাদি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৯১)*।

জিহাদ কাদের উপরে ফরয ও কাদের উপরে নয় :

সুস্থ, বয়ঃপ্রাপ্ত, জ্ঞান সম্পন্ন, মুসলিম পুরুষের উপরে জিহাদ ফরয, যখন তার নিকটে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের বাইরে জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ, সুযোগ ও সামর্থ্য থাকবে।[৪৫] জিহাদ ফরয নয় কোন অমুসলিমের উপরে,দুর্বলের উপরে, নারীর উপরে, রোগীর উপরে, শিশু ও পাগলের উপরে। এইসব লোকদের কেউ জিহাদ থেকে দূরে থাকলেও কোন দোষ বর্তাবে না। বরং জিহাদে এদের উপস্থিতি উপকারের চাইতে ক্ষতির কারণ বেশী হবে। আল্লাহ বলেন, لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِه 'দুর্বলদের উপরে, রোগীদের উপরে, ব্যয়ভার বহনে অক্ষমদের উপরে (জিহাদ থেকে দূরে থাকায়) কোন দোষ নেই, যখন তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি খালেছ অনুরাগী হবে'.. *(তাওবাহ ৯/৯১)*।

(ক) **শিশু :** আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ওহোদের যুদ্ধে যোগদানের জন্য আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গেলাম, তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না।[৪৬] কেননা জিহাদ একটি ইবাদত, যা বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যতীত অন্যদের উপরে ফরয নয়।[৪৭]

(খ) **নারী :** মা আয়েশা (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মেয়েদের জন্য কি জিহাদ নেই? রাসূল (ছাঃ) বললেন,

---

৪৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮১৭।
৪৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৬।
৪৫. ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৫।
৪৬. বুখারী ও মুসলিম; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৬।
৪৭. ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৫।

অবশ্যই আছে। তবে সে জিহাদে ক্বিতাল নেই (অর্থাৎ যুদ্ধ নেই)। সেটি হ'লঃ হজ্জ ও ওমরাহ'।[৪৮] উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! পুরুষেরা যুদ্ধ করে, অথচ আমরা করি না। সম্পত্তির অংশ বন্টনেও আমরা পুরুষের অর্ধেক পাই। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়, وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 'তোমরা আকাংখা করো না এমন সব বিষয়, যেসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে, সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে, সেটা তার অংশ। তোমরা আল্লাহ্র নিকটে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত' *(নিসা ৪/৩২)*। অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর যোগ্যতা ও কর্মক্ষেত্র পৃথক ও সুনির্দিষ্ট। অতএব একে অপরের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার আকাংখা করবে না। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করলে পূর্ণ নেকীর হকদার হবে।[৪৯]

জিহাদে নারীর অংশগ্রহণ :

নারীর উপর জিহাদ ফরয নয়। কিন্তু প্রয়োজনে তারাও তাতে অংশ নিতে পারে বিভিন্নভাবে। যেমন-

(১) চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবা দান। আনাস (রাঃ) বলেন, ওহোদ বিপর্যয়ের দিন আমি আয়েশা ও উম্মে সুলাইম (রাঃ)-কে পানির মশক পিঠে করে আহতদের নিকট গিয়ে গিয়ে পানি পান করাতে দেখেছি।[৫০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, উম্মে সুলাইম ও তার সাথী আনছার মহিলাদের একটি দল যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যদের পানি পান করিয়েছে এবং আহতদের চিকিৎসা করেছে'।[৫১] ওহোদ যুদ্ধে আহত রাসূল (ছাঃ)-এর যখম সমূহ কন্যা ফাতিমা (রাঃ) নিজ হাতে পরিষ্কার করেন। পাথরের আঘাতে প্রবাহিত রক্ত বন্ধ না

৪৮. আহমাদ, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/২৫৩৪।
৪৯. ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৬ টীকা-১।
৫০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ফাৎহুল বারী হা/২৮৮০ 'জিহাদ' অধ্যায়, ৬৫ অনুচ্ছেদ।
৫১. মুসলিম হা/১৮১০ 'জিহাদ' অধ্যায় অনুচ্ছেদ ৪৭।

হওয়ায় চাঁটাই পোড়ানো ছাই দিয়ে তিনি সে রক্ত বন্ধ করেন।[৫২] এছাড়াও রাসূল (ছাঃ)-এর নিহত হবার খবর শুনে মদীনা থেকে সম্মানিতা মহিলাগণ দলে দলে দৌড়ে ওহোদের ময়দানে চলে আসেন।[৫৩] উম্মে সালীত্ব আনছারী (রাঃ) ওহোদ যুদ্ধে মুজাহিদদের জন্য পানির মশক সেলাই করে দিয়েছিলেন।[৫৪] রুবাই‘ বিনতে মু‘আউভিয (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে যুদ্ধে যেতাম এবং লোকদের পানি পান করাতাম ও তাদের খেদমত করতাম। আহত ও নিহতদের মদীনায় নিয়ে আসতাম’। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, যরূরী প্রয়োজনে মহিলাগণ বেগানা পুরুষের চিকিৎসা করতে পারেন।[৫৫]

(২) আত্মরক্ষার জন্য। যেমন, আনাস (রাঃ) বলেন যে, হুনাইনের যুদ্ধে উম্মে সুলাইমের হাতে খঞ্জর অর্থাৎ দু’ধারী লম্বা ছুরি দেখে রাসূল (ছাঃ) তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যদি কাফের সৈন্য আমার নিকটবর্তী হয়, তবে এ দিয়ে আমি তার পেট ফেড়ে ফেলব। জবাব শুনে রাসূল (ছাঃ) হেসে ফেললেন।[৫৬]

(৩) সহযোগী যোদ্ধা হিসাবে : খ্যাতনামা ছাহাবী ‘উবাদা বিন ছামেতের স্ত্রী মহিলা ছাহাবী উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রাঃ) মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর স্ত্রী ফাখেতাহ বিনতে ক্বারাযাহ্র সাথে হযরত ওছমানের আমলে (২৩-৩৫ হিঃ) ২৮ হিজরী সনে ইসলামের ইতিহাসের ১ম নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৫৭]

উপরের আলোচনায় বুঝা গেল যে, যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও যুদ্ধে সহযোগিতার অন্যান্য ক্ষেত্রে মহিলাসহ যে কোন দুর্বল ও অপারগ মুমিন অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বরং দুর্বলদের সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ

৫২. ফাৎহুল বারী হা/৩০৩৭ ‘জিহাদ’ অধ্যায় ১৬৩ অনুচ্ছেদ।
৫৩. সুলায়মান মানছুরপুরী, রাহমাতুল লিল আলামীন ১/১০৯।
৫৪. ফাৎহুল বারী হা/২৮৮১ ‘জিহাদ’ অধ্যায়, ৬৬ অনুচ্ছেদ।
৫৫. ফাৎহুল বারী হা/২৮৮৩-এর ব্যাখ্যা, ‘জিহাদ’ অধ্যায়, ৬৮ অনুচ্ছেদ।
৫৬. মুসলিম হা/১৮০৯ ‘জিহাদ’ অধ্যায় ৪৭ অনুচ্ছেদ।
৫৭. ফাৎহুলবারী হা/২৮৭৮ ‘জিহাদ’ অধ্যায়, ৬৩ অনুচ্ছেদ।

وَصَلاَتِهِمْ وَإِخْلاَصِهِمْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সাহায্য করেছেন এই উম্মতকে তার দুর্বল শ্রেণীর দ্বারা; তাদের দাওয়াতের মাধ্যমে, ছালাত এবং দো'আর মাধ্যমে ও তাদের খুলূছিয়াতের মাধ্যমে'।[৫৮] আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ابْغُونِى فِي الضُّعَفَاءِ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, তোমরা আমাকে দুর্বলদের মধ্যে সন্ধান কর। কেননা তোমরা রূযীপ্রাপ্ত হয়ে থাক ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাক তোমাদের মধ্যকার দুর্বলদের মাধ্যমে।[৫৯] এর অর্থ এটা নয় যে, মুসলমানদের দুর্বল হয়ে থাকতে হবে। বরং **এর অর্থ হ'ল : মুসলিম উম্মাহ্র সকল সদস্য ও সদস্যার উপরে সর্বদা জিহাদ ফরয**। তার মধ্যে কেউ সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, কেউ যুদ্ধে সহযোগিতা করবে। কিন্তু অন্তর থেকে কেউ জিহাদ থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা পোষণ করলে সে মুনাফিক হয়ে মরবে।[৬০]

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের পক্ষ হ'তে সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিয়মিত সেনাবাহিনী সরাসরি যুদ্ধের দায়িত্ব পালন করবে এবং অন্যেরা তাদের সহযোগিতা করবে। নিয়ত খালেছ থাকলে ও যুদ্ধ আল্লাহ্র জন্য হ'লে সকলেই জিহাদের পূর্ণ নেকী লাভে ধন্য হবেন ইনশাআল্লাহ। এমনকি 'জিহাদের জন্য অমুসলিমদের নিকট থেকেও সাহায্য গ্রহণ করা জায়েয আছে, যদি তাদের থেকে কোনরূপ ক্ষতির আশংকা না করে থাকে'।[৬১]

জিহাদের মাধ্যম :

আল্লাহ্র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যেমন 'জিহাদ', যবান ও লেখনীর মাধ্যমে ও নিরন্তর সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আমল-আচরণে পরিবর্তন আনাটাও তেমনি 'জিহাদ'। এর জন্য জান-মাল, সময় ও শ্রম ব্যয় করাও তেমনি 'জিহাদ'।

---

৫৮. নাসাঈ, বুখারী; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৭।
৫৯. সুনানের কিতাব সমূহ; মিশকাত হা/৫২৩২,৫২৪৬।
৬০. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১৩।
৬১. ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৭।

কেননা অন্যান্যদের ন্যায় দুনিয়াবী স্বার্থে যুদ্ধ-বিগ্রহকে ইসলাম কখনোই সমর্থন করেনি। বরং ইসলামী জিহাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হ'ল 'আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন'। আর এজন্য সর্বতোভাবে শক্তি অর্জন করা যরূরী। আল্লাহ বলেন, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ– 'তোমরা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো। যার দ্বারা তোমরা ভীত করবে আল্লাহ্র শত্রুদের ও তোমাদের শত্রুদের এবং যাদেরকে তোমরা জানো না, কিন্তু আল্লাহ জানেন। আর তোমরা আল্লাহ্র পথে যা কিছু ব্যয় কর, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে এবং তোমাদের উপর মোটেই যুলুম করা হবে না' *(আনফাল ৮/৬০)*।

আয়াতে বর্ণিত 'ঘোড়া' কথাটি এসেছে উদাহরণ স্বরূপ তৎকালীন সময়ের প্রধান যুদ্ধবাহন হিসাবে। এর দ্বারা সকল যুগের সকল প্রকারের যুদ্ধোপকরণ বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে 'শক্তি' কথাটি 'আম'। এ দ্বারা অর্থ, অস্ত্র, কথা, কলম, সংগঠন সবই বুঝানো হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।[৬২] ইমাম কুরতুবী বলেন, কুরআন ও হাদীছে মালের কথা আগে বলা হয়েছে। তার কারণ 'জিহাদ' সংঘটনের জন্য প্রথমেই মালের প্রয়োজন হয়ে থাকে।[৬৩]

মোট কথা মুশরিক ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে মুমিনের সর্বাত্মক ও আপোষহীন প্রচেষ্টা নিয়োজিত করাকে 'জিহাদ' বলে। এখানে গিয়ে জিহাদকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।-

৬২. আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৩৮২১ 'জিহাদ' অধ্যায়।
৬৩. তাফসীরে কুরতুবী ৮/১৫৩।

জিহাদের প্রকারভেদ :

(১) **নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ :** নফসের মধ্যে খারাপ চিন্তা আসাটা স্বাভাবিক। সেকারণ নফসকে কলুষিত করে ও আখেরাতের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এমন সব সাহিত্য, পরিবেশ ও প্রচার মাধ্যম থেকে ও দুনিয়াবী জৌলুস থেকে নিজেকে সাধ্যমত দূরে সরিয়ে রাখতে হবে এবং সর্বদা দ্বীনী আলোচনা ও দ্বীনী পরিবেশের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে হবে। যেমন আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا 'তুমি নিজেকে ঐসব লোকদের সাথে ধরে রাখো, যারা তাদের প্রভুকে ডাকে সকালে ও সন্ধ্যায়। তারা কামনা করে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। তুমি তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। তুমি কি দুনিয়াবী জীবনের জৌলুস কামনা কর? তুমি ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করো না, যার অন্তর আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল হয়েছে এবং সে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে ও তার কাজকর্মে সীমালংঘন এসে গেছে' *(কাহফ ১৮/২৮)*।

ফাযালাহ বিন ওবায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي اللهِ 'মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে খুশী করার জন্য তার নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে'।[৬৪] ছাহেবে তুহফাহ বলেন, এর অর্থ যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে দমন করে এবং পাপ থেকে বিরত হয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে নিজেকে ধরে রাখে। আর এটাই হ'ল সকল জিহাদের মূল (وجهادها اصل كل جهاد)। কেননা যে ব্যক্তি নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারে না, সে ব্যক্তি বাহিরে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারে না'।[৬৫]

---

৬৪. তিরমিযী হা/১৬২১।
৬৫. তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী, হা/১৬৭১-এর ব্যাখ্যা।

(২) **শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ :** শয়তান জিন ও ইনসান উভয়ের মধ্য থেকে হ'তে পারে *(নাস ১১৪/৬)*। এদের দিনরাতের কাজ হ'ল বিভিন্ন ধোঁকার মাধ্যমে মুমিনকে পথভ্রষ্ট করা। আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا 'এমনিভাবে আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করেছি মানুষ ও জিন থেকে একদল শয়তানকে। যারা ধোঁকা দেওয়ার জন্য একে অপরকে কারুকার্য খচিত কথা বলে' *(আন'আম ৬/১১২)*। এদের থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ 'যখন তুমি ঐসব লোকদের দেখবে যে, আমার আয়াত সমূহে ছিদ্রান্বেষণে লিপ্ত হয়েছে, তখন তুমি তাদেরকে এড়িয়ে চলো, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়' *(আন'আম ৬/৬৮)*।

(৩) **কাফির-মুশরিক ও ফাসিক-মুনাফিকের বিরুদ্ধে জিহাদ :** আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 'হে নবী! তুমি জিহাদ কর কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং তাদের উপরে কঠোর হও। ওদের ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আর কতইনা মন্দ ঠিকানা সেটি' *(তওবা ৯/৭৩; তাহরীম ৬৬/৯)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে অস্ত্রের দ্বারা এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে যবান দ্বারা এবং অন্যান্য পন্থায় কঠোরতা অবলম্বনের দ্বারা'। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর হাত দ্বারা, না পারলে যবান দ্বারা, না পারলে ওদেরকে এড়িয়ে চল'। ইবনুল 'আরাবী বলেন, যবান দ্বারা দলীল কায়েম করার বিষয়টি হ'ল স্থায়ী জিহাদ'।[৬৬] আধুনিক যুগে যবান, কলম ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম একই গুরুত্ব বহন করে। বরং কলমই হ'ল স্থায়ী জিহাদ।

৬৬. কুরতুবী ৮/১৮৭, তওবা ৭৩ আয়াতের ব্যাখ্যা।

সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রকৃতি :

(ক) দেশের সরকার অমুসলিম হলে সে অবস্থায় তার ইসলাম বিরোধী হুকুম মানতে কোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই।[৬৭] এমতক্ষেত্রে সরকারের নিকটে কুরআন ও হাদীছের বক্তব্য তুলে ধরাই বড় জিহাদ। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ 'শ্রেষ্ঠ জিহাদ হ'ল অত্যাচারী শাসকের নিকটে হক কথা বলা।[৬৮]

(খ) শাসক মুসলিম ফাসেক হলে সে অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ لاَ مَا صَلَّوْا، لاَ مَا صَلَّوْا 'তোমাদের উপর অনেক শাসক হবে, যাদের কোন কাজ তোমরা পসন্দ করবে এবং কোন কাজ তোমরা অপসন্দ করবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি উক্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি তা অপসন্দ করবে, সে (মুনাফেকী থেকে) নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসরণ করবে। এ সময় ছাহাবীগণ বললেন, আমরা কি ঐ সব শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে। না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে'।[৬৯]

অন্য হাদীছে এসেছে 'প্রমাণ ভিত্তিক সুস্পষ্ট কুফরী না দেখা পর্যন্ত মুসলিম শাসকদের আনুগত্যমুক্ত হওয়া যাবে না'।[৭০] কিন্তু এর অর্থ শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয, তা নয়। কারণ যুদ্ধ করার বিষয়টি শর্ত সাপেক্ষ।

---

৬৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৬৪ ও ৩৬৯৬ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়।
৬৮. আবুদাঊদ হা/৪৩৪৪, তিরমিযী; মিশকাত হা/৩৭০৫।
৬৯. মুসলিম হা/১৮৫৪, শারহুস সুন্নাহ হা/২৪৫৯, মিশকাত হা/৩৬৭১।
৭০. বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩৬৬৬।

অন্যথায় তা আত্মহননের শামিল হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ... শাসকের কথা শুনো এবং তার আনুগত্য কর। যদিও তারা তোমার পিঠে আঘাত করে এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়।[৭১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তাদের হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাও'।[৭২] 'কেননা তাদের পাপ তাদের উপর এবং তোমাদের পাপ তোমাদের উপর বর্তাবে'।[৭৩] তবে আল্লাহ্র নাফরমানীতে শাসকের প্রতি কোনরূপ আনুগত্য নেই।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ 'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। আর তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। যখন তারা এইরূপ করবে, আমার পক্ষ হ'তে তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে, ইসলামের হক ব্যতীত। আর তাদের (অন্তরের) হিসাব আল্লাহ্র উপরই ন্যস্ত থাকবে'।[৭৪]

এমতাবস্থায় মুমিন ব্যক্তি সরকারকে উপদেশ ও পরামর্শ দিবেন। কেননা الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ 'দ্বীন হ'ল উপদেশ'।[৭৫] এর সাথে সাথে দেশের কল্যাণ ও সরকারের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করবেন। যেমন দাউস গোত্রের শাসক হাবীব বিন 'আমর যখন বললেন যে, إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّ لِلْخَلْقِ خَالِقًا لَكِنِّي لاَ أَدْرِي مَنْ هُوَ 'আমি জানি একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। কিন্তু

---

৭১. বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৫৩৮২।
৭২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৩৬৭২।
৭৩. মুসলিম; মিশকাত হা/৩৬৭৩।
৭৪. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১২, 'ঈমান' অধ্যায়।
৭৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৬।

তিনি কে তা আমি জানি না'। তখন তার বিরুদ্ধে বদদো'আ করতে বলা হ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার জন্য হেদায়াতের দো'আ করে বলেন, اَللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ 'হে আল্লাহ তুমি দাওস গোত্রকে হেদায়াত কর এবং তাদেরকে ফিরিয়ে আনো'। পরে দেখা গেল যে, উক্ত শাসক মুসলমান হ'লেন এবং ৭ম হিজরীতে খায়বর বিজয়ের সময় উক্ত গোত্রের ৭০/৮০ টি পরিবার রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসে ইসলাম কবুল করেন। যার মধ্যে ছিলেন খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত আবু হুরায়রা দাওসী (রাঃ)। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) ৭৫ জন সাথী নিয়ে নিজেই উক্ত এলাকার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন।[৭৬]

এছাড়া কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে জনমত সংগঠিত করতে হবে। যাতে সরকার তাদের দাবীর প্রতি নমনীয় হয়। এভাবে সকল প্রকার বৈধ পন্থায় দেশে ইসলামী আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠায় সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। কোন অবস্থাতেই আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব থেকে বিরত থাকা যাবে না। প্রতিষ্ঠিত কোন মুসলিম সরকারকে উৎখাতের কোন বৈধতা ইসলাম দেয়নি। এজন্য জিহাদ ও ক্বিতালের নামে সশস্ত্র বিদ্রোহ বা চরমপন্থী তৎপরতার কোন অনুমতি নেই। ব্যালটের নামে যে দলাদলির নির্বাচন ব্যবস্থা বর্তমানে চলছে, তা স্রেফ প্রতারণামূলক ও যবরদস্তিমূলক। এতে হিংসা-হানাহানি সমাজে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গণপ্রত্যাশা ও মানবাধিকার পদদলিত হচ্ছে। এজন্য দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থার পক্ষে জনমত গঠন সবচেয়ে যরূরী।

জিহাদের ফযীলত :

(১) আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ - تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসার কথা বলে দেব না, যা তোমাদেরকে

৭৬. বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৫৯৯৬; ফৎহুল বারী হা/৪৩৯২-এর ব্যখ্যা; বুখারী ২/৬৩০ টীকা-১১।

মর্মান্তিক আযাব হ'তে মুক্তি দেবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে ঈমান আনবে এবং তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ' *(ছফ ৬১/১০-১১)*।

(২) আল্লাহপাক এরশাদ করেন, إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা লড়াই করে আল্লাহ্র রাস্তায়। অতঃপর তার মারে ও মরে' *(তওবাহ ৯/১১১)*।

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِى سَبِيلِ اللهِ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ 'আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ জান্নাতে একশতটি স্তর প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রতিটি স্তরের দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের ন্যায়। অতএব যখন তোমরা প্রার্থনা করবে, তখন 'ফেরদৌস' প্রার্থনা করবে। কেননা এটি হ'ল জান্নাতের মধ্যে প্রশস্ততম ও সর্বোচ্চ স্তর। এর উপরেই আরশ অবস্থিত। আর এখান থেকেই জান্নাতের নহর সমূহ প্রবাহিত হয়'।[৭৭]

(৪) তিনি বলেন مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِى سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ 'যার পদযুগল আল্লাহ্র রাস্তায় ধূলি ধূসরিত হয়েছে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না'।[৭৮] পদযুগল ধূলি ধূসরিত হওয়া' অর্থ : দেহ-মন সবকিছু আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা। যেমন অন্যত্র **(৫)** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَغَدْوَةٌ فِى سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا 'আল্লাহ্র রাস্তায় একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা, দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল কিছু হ'তে

৭৭. ফাৎহুলবারী হা/২৭৯০ 'জিহাদ' অধ্যায় ৪ অনুচ্ছেদ।
৭৮. বুখারী, মিশকাত হা/৩৭৯৪।

উত্তম’।[৭৯] **(৬)** তিনি বলেন, الْقَتْلُ فِى سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ ‘আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হওয়া ঋণ ব্যতীত সকল পাপকে মোচন করে।[৮০] **(৭)** তিনি বলেন, لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِى سَبِيلِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِى سَبِيلِهِ - إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ ‘কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় আহত হ’লে, আল্লাহ ভালো জানেন কে তার পথে সত্যিকারভাবে আহত হয়েছে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার ক্ষতস্থান হ’তে রক্ত ঝরতে থাকবে। যার রং হবে রক্তের ন্যায়, কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের ন্যায় সুগন্ধিময়’।[৮১]

(৮) রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার পর তাকে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ দেওয়া হলেও পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে না, শহীদ ব্যতীত। শহীদদের উচ্চ মর্যাদা দেখে সে দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে, যাতে সে দশবার শহীদ হ’তে পারে।[৮২]

(৯) وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ‘যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত ধারণা করো না; বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালক হ’তে জীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে’ *(আলে ইমরান ১৭৯)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল (ছাঃ) বলেন, তাদের আত্মাসমূহ সবুজ বর্ণের পাখির মধ্যে রক্ষিত হয় এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র আরশের নীচে ফানুস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তারা জান্নাতে যথেচ্ছ বিচরণ করে। পরে তারা আবার ঐসমস্ত ফানুসের দিকে ফিরে আসে। তখন তাদের রব তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, তোমরা কি আরো কিছু চাও। উত্তরে তারা বলে, আমরা আর কিসের আকাংখা করব? আমরাতো জান্নাতের যেখানে খুশী বিচরণ করছি। আল্লাহ তাদেরকে এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করলে তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা চাই যে, আমাদের আত্মাগুলোকে পুনরায় আমাদের দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া

---

৭৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭৯২।
৮০. মুসলিম হা/১৮৮৬, মিশকাত হা/৩৮০৬।
৮১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮০২।
৮২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮০৩।

হোক, যেন আমরা পুনরায় আপনার রাস্তায় জিহাদ করে শাহাদাত লাভ করতে পারি। তখন আল্লাহ উক্ত প্রসঙ্গ ত্যাগ করবেন।[৮৩]

(১০) আল্লাহ্‌র নিকটে শহীদদের জন্য ৬টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে (ক) শহীদের রক্তের প্রথম ফোঁটা পড়তেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয় এবং জান বের হওয়ার প্রাক্কালেই তাকে জান্নাতের ঠিকানা দেখানো হয় (খ) তাকে কবরের আযাব হ'তে নিরাপদ রাখা হয় (গ) ক্বিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা হ'তে তাকে হেফাযতে রাখা হয় (ঘ) সেদিন তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরানো হবে, যার একটি মুক্তা দুনিয়া ও তার মধ্যেকার সবকিছু হতে উত্তম (ঙ) তাকে ৭২ জন সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট হূরের সাথে বিয়ে দেওয়া হবে (চ) তার ৭০ জন নিকটাত্মীয়ের জন্য তার সুফারিশ কবুল করা হবে।[৮৪]

(১১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِه إِلاَّ الَّذِى مَاتَ مُرَابِطًا فِى سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ 'প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল বন্ধ হয়ে যায় কেবল ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তার নেকী ক্বিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ঐ ব্যক্তি কবরের পরীক্ষা হ'তে নিরাপদ থাকে'।[৮৫] এই নেকী ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরী সৈনিক যেমন পাবেন, ইসলাম বিরোধী আক্বীদা ও আমল প্রতিরোধে নিহত ও মৃত ব্যক্তিও তেমনি পাবেন।

তিনি এরশাদ করেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُوْنَ عَلى الْحَقِّ ظَـــاهِرِيْنَ عَلى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَـــسِيْحَ الـــدَّجَّالَ، رواه أبـــوداؤد- 'আমার উম্মতের মধ্যে একটা দল থাকবে যারা হক-এর পথে সংগ্রাম করবে। তারা শত্রুপক্ষের উপরে জয়লাভ করবে। তাদের সর্বশেষ দলটি দাজ্জালের সঙ্গে লড়াই করবে'।[৮৬]

---

৮৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮০২।
৮৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮০২।
৮৫. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৮৩৪।
৮৬. আবুদাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৮১৯।

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সেই হকপন্থী মুজাহিদ দলটির অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাদেরকে সর্বদা দাওয়াত ও জিহাদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করার তাওফীক দান করুন সাথে সাথে আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের সার্বক্ষণিক পাহারাদার মুজাহিদ হিসাবে কবুল করে নিন- আমীন!

সার-সংক্ষেপ :

উপরের আলোচনা সমূহ থেকে কয়েকটি বিষয় ফুটে ওঠে যেমন-

(১) মাক্কী জীবনে সশস্ত্র যুদ্ধের নির্দেশ ছিল না। মাদানী জীবনে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়।

(২) যুদ্ধকালীন অবস্থায় আক্রান্ত এলাকার সকল মুসলমানের উপরে জিহাদ 'ফরযে আয়েন'। কেউ সরাসরি যুদ্ধে রত হবে। কেউ যুদ্ধে বিভিন্নভাবে সাহায্য করবে। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোন মুসলিম রাষ্ট্র অন্য কোন অমুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে আক্রান্ত রাষ্ট্রের সকল মুসলিম নাগরিকের উপরে জিহাদ 'ফরযে আয়েন'। অন্য রাষ্ট্রের মুসলমানদের উপরে 'ফরযে কেফায়াহ'। তারা আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সহযোগিতা দেবে।

(৩) শান্তির অবস্থায় কুরআন, হাদীছ, বিজ্ঞান ও বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে অন্যান্য দ্বীনের উপরে ইসলামকে বিজয়ী করার সংগ্রামকেই বলা হবে 'জিহাদ'। যাকে এযুগে 'চিন্তার যুদ্ধ' (الغزو الفكري) বলা হয়। এই জিহাদে দৃঢ় ও আপোষহীন থাকা এবং জান-মাল ব্যয় করা নিঃসন্দেহে জান্নাত লাভের উত্তম অসীলা হবে।[৮৭]

(৪) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট রাষ্ট্রে বসবাস করেও যারা অনৈসলামী আইন শাসিত হচ্ছেন, তারা নিজ রাষ্ট্রে ইসলামী আইন ও শাসন জারির পক্ষে জনমত সংগঠন করবেন এবং তা পরিবর্তনের জন্য ইসলামী পন্থায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন। আর যারা অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট রাষ্ট্রে বসবাস করেন, তারা ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচার করবেন এবং বাতিলের বিরুদ্ধে সাধ্যমত আপোষহীন থাকবেন। যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাক্কী জীবনে বাস করেছিলেন।

৮৭. আলে ইমরান ১৪২, তওবাহ ১৬, ছফ ১১।

কিন্তু 'অনৈসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা চূর্ণ করে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামী জিহাদের মূল উদ্দেশ্য'[৮৮] জিহাদের এই ধরনের ব্যাখ্যার পিছনে কুরআন, হাদীছ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবন থেকে সরাসরি কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। যদিও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ব্যতিত ইসলামী বিধান সমূহ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে 'কবীরা গোনাহগার' মুসলমানদের খতম করে সমাজকে ভেজালমুক্ত করার চরমপন্থী ও হঠকারী তৎপরতা কোন 'জিহাদ' নয়, ক্বিতালও নয়। আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন খলীফা হিসাবে। সাধারণ নাগরিক হিসাবে এই অধিকার কারু নেই। দ্বিতীয়তঃ যাকাত সহ যেকোন ফরযকে অস্বীকার করলে সে 'কাফির' হয়ে যায়। সে হিসাবে অনুরূপ কোন নামধারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মুসলিম সরকার আজও কঠোর দণ্ড দিতে পারেন। কিন্তু কোন সাধারণ নাগরিক ঐ দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা রাখেন না।

(৫) দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে জিহাদের ময়দানে শাহাদাত পিয়াসী সৈনিকের মত কুফর, শিরক ও যাবতীয় বাতিল প্রতিরোধে সদা তৎপর রাখতে হবে। অমনিভাবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য মুমিন-ফাসিক সকল ধরনের শাসকের নির্দেশ মতে[৮৯] অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় যেমন সীমান্ত পাহারা দিতে হবে, তেমনি যেকোন সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

(৬) আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে মধ্যপন্থী উম্মত হিসাবে ঘোষণা করেছেন। যাতে তারা মানবজাতির উপর সাক্ষ্যদাতা হ'তে পারে *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি তা কঠোর করতে যাবে, তার পক্ষে দ্বীন কঠোর হয়ে পড়বে। অতএব তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর ও আল্লাহ্র নৈকট্য তালাশ কর।[৯০] তিনি বলেন, তোমরা

---

৮৮. সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী, আল্লাহ্র পথে জিহাদ (অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুর রহীম, ঢাকা : মার্চ ১৯৭০) পৃঃ ৩৫।

৮৯. ফাৎহুলবারী 'জিহাদ' অধ্যায় 'ভাল ও মন্দ সবধরনের শাসকের অধীনে জিহাদ' অনুচ্ছেদ ৪৪।

৯০. বুখারী, মিশকাত হা/১২৪৬।

সহজ কর, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, তাড়িয়ে দিয়ো না।[৯১] অতএব আমাদেরকে যাবতীয় শৈথিল্যবাদ ও চরমপন্থী পথ-পন্থা পরিহার করে সর্বদা মধ্যপন্থী নীতি অবলম্বন করতে হবে।

উপসংহার :

একজন মুমিন যেখানেই বসবাস করুক, সর্বদা তার জিহাদী চেতনা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ'-এর মূলনীতি থেকে সে মুহূর্তের জন্যও বিরত থাকতে পারবে না। বাতিলের সঙ্গে আপোষ করে নয়, বরং বাতিলের মুকাবিলা করেই তাকে এগোতে হবে। এজন্য নিরন্তর দাওয়াত ও সংস্কার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে এককভাবে ও সুসংগঠিতভাবে। এভাবেই সমাজে স্থায়ী পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ। আর এটাই হ'ল নবীগণের চিরন্তন তরীকা। কেননা একজন পথভোলা মানুষের আক্বীদা ও আমল পরিশুদ্ধ করা ও তাকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করা অন্য সকল কিছুর চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর ইসলাম তরবারীর জোরে নয় বরং তা প্রতিষ্ঠিত হবে তার অন্তর্নিহিত তাওহীদী চেতনার অজেয় শক্তির জোরে। একদিন যা পৃথিবীর সকল প্রান্তে মাটির ঘরে ও গরীবের পর্ণকুটিরেও প্রবেশ করবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

سبق پڑھ پھر شجاعت کا صداقت کا اُمانت کا
لیا جائیگا کام تجھ سے دنیا کی اِمامت کا

সবক পড়ো আবার সত্যবাদিতার, বীরত্বের ও আমানতদারীর
তোমাকে দিয়ে কাজ নেওয়া হবে পৃথিবীর নেতৃত্বের *(ইকবাল)* ॥

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

اللهم اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ

৯১. বুখারী হা/৬৯, মুসলিম হা/১৭৩৪।